# আট দশক থেকে বর্তমান সময়
# পাঁচ নারীসত্তার বিনির্মাণ, আগুনের আত্মকথন

**সুদীপ বিশ্বাস**

প্রতিটি দিন অদ্ভুতভাবে মরে যায়, স্বপ্নেরা ভেঙে যায় আঁধারে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে ভোগবাদ, হিংস্রতা ও ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক অনৈতিকতার ফলে অবক্ষয়িত হচ্ছে মানুষের পৃথিবী। চোরাবালিতে ডুবে যেতে যেতেও আরও দিন দিন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে পিতৃতন্ত্রের অমানুষিক বেপরোয়া মূর্তি। এই দুঃসহ সময়ে নারীর মুখ ফুটে নিজস্ব বয়ান তৈরী করাও এক দুরূহ ব্যাপার। কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছেন, যে ইতিহাস এখনও শুধু পুরুষের সেখানে মেয়েদের আলাদা কোন পরিসর নেই। যেন হিজড়ে ছিলেন ইতিহাসবিদ। তাই তিনি দাবি করেছেন ইতিহাস উভলিঙ্গ হোক। ঘোর অমানিশার মধ্যেও পিতৃপক্ষের অবসানে যেভাবে সূচিত হয় দেবী আবাহন সেভাবেই পিতৃতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসের পুরুষ সর্বস্বতার হস্তক্ষেপ করে ক্রমশ নিজের অস্তিত্ব ও অধিকার বোধকে জাগিয়ে তুলতে শাণিত কলমে কবিতার খাতা মেলে ধরেছেন আটদশকের কবি তসলিমা নাসরিন, তারপর নয়ের দশকে যশোধরা রায়চৌধুরী ও মন্দাক্রান্তা সেন।
বলা বাহুল্য লৈঙ্গির চেতনা নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু থেকেই আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতিটি অনুসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবেই পুরুষের একছত্র জয়ধ্বজা উড়িয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। নারীকে কেবল যৌন উপাদান হিসেবে দেখে এসেছে সমাজ। মেয়ে মানে পণ্য! মেয়ে মানে ভোগ্য বস্তু! এখনও কি মেয়েরা মানুষের বর্গ পরিপূর্ণ ভাবে অর্জন করেছে? নারীর সমানাধিকারের লড়াই তা পুরুষকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে সঙ্গী করেই পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেয়েদের যে আপোষহীন লড়াই সেই লড়াইয়ের সামনে থেকেই লড়ে গিয়েছে আমাদের আলোচ্য তিন নারী কবির তীব্র লেখনি।

## নির্বাসিত নারীর কবিতা তসলিমা নাসরিন

ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যতম আপোসহীন ও আশ্রয়হীন নারীবাদী লেখক তসলিমা নাসরিন। নারীর অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি ধর্মীয় মৌলবাদ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আক্রমণের শিকার তিনি। ধর্মান্ধে মৌলবাদীরা সারা বাংলা দেশজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নিজেদের একছত্র ও প্রশ্নাতীত আধিপত্য কায়েম রাখতে তারা তসলিমার মাথার মূল্য ঘোষণা করে। এর পরিণামে ১৯৯৪ সাল থেকে কবি তাঁর প্রিয় স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, গৃহহীন, সারা ইসলাম দুনিয়া তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে। তসলিমা যে বড় গূঢ় তত্ত্বে আঘাত হেনেছে, ধর্মবেসাতির মধুতন্ত্রে ঢিল

ছুঁড়েছেন। তাঁর রচিত তথ্য ভিত্তিক উপন্যাস লজ্জা, আমার মেয়েবেলা, উত্তল হাওয়া, আত্মজীবনীর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ সরকার। আমরা এবার বাংলার সরকারও পিছিয়ে নেই। মার্ক্সবাদের সপ্তমস্বর্গে বসবাস করলেও ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত করার ঠুনকো অজুহাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত' সৌজন্যে প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গের সরকার। একবছর ন'মাস ছাব্বিশ দিন নিষিদ্ধ থাকার পর হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেয়েছে বই।

তোমরা সবাই মিলে কিছু একটা দোষ আমার বার করো,
কিছু একটা দোষ তোমরা সবাই মিলে বার করো,
না হলে অকল্যাণ হবে তোমাদের।

সবাইমিলে তোমরা বলো কী কারণে আমাকে নির্বাসন দিয়েছো।[মুক্তি : ২০০৮]

বই মুক্তি পেলে কি হবে? লেখিবার মুক্তি নেই। ৯ই আগস্ট ২০০৭ থেকে তসলিমা গৃহবন্দি, কলকাতায় চার মাস, এরপর দিল্লীতে তিনমাস, 'সেফ হাউস' এ বসে তিনি লিখলেন 'সাতমাসের শোকগাথা'।

অপরাধীরা বড় নিশ্চিন্তে যাপন করছে তাদের জীবন
ধাপ্পাবাজি, ধর্মব্যবসা, সবকিছুই দেদার চলছে,
বুক ফুলিয়ে পাড়ায় হাঁটছে।
আরও কী কী অপরাধ করা যায় তার মতলব আঁটছে,
অপরাধীরা চমৎকার আছে ভারতবর্ষে।
তাদের গায়ে টোকা দেওয়ার দুঃসাহস কারও নেই।

তসলিমার জন্ম ১৯৬২ সালের ২৫শে আগষ্ট বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ডাক্তারি পাশ করে ২৯৯৩ সাল অবধি সরকারী চিকিৎসকের চাকরি করেছেন। চাকরি করলে লেখালিখি ছাড়তে হবে সরকারী এই নির্দেশ পেয়ে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন।

বেহুলা একা ভাসিয়ে দেবে ভেলা
উত্তল যমুনায়,
খোননলচে উলটে ফেলে সনাতনের খেলা
লাখিন্দরের লোহার ঘরে স্বপ্নহীনতায়। [বেহুলার ভেলা : ১৯৯২]

এর মধ্যে তাঁর বারবার ঘর ভেঙে গেছে। বিবাহ জীবনে তিনি একলাই ভাসিয়েছেন ভেলা, স্বপ্নের সুতো ছিঁড়ে গেছে। তাঁর মতো সাহসী হলেই লেখা যায়—

তিরিশে নাকি কমতে থাকে ভালোবাসার শীত
আমার দেখি তিরিশোর্ধ্ব শরীর বিপরীত। [কাঁপন—১]

বারবার তিনি প্রতারিত হয়েছেন কি সমাজ, রাষ্ট্র বা কাছের মানুষদের দ্বারা।

তুমি আমার ভালোবাসার খামার
জল-সারের উর্বরতা আমার
অকাতরে দিচ্ছি ঢেলে, বোধ ছিল না থামার।

হঠাৎ দেখি স্টকে গেছ, কোথায় গেলে
খুঁজতে গিয়ে দেশি আমার হৃদয় কাড়া ছেলে
পালিয়ে গেছ, পেছনে ছিল একটি সিঁড়ি নামার। [খামার]

দেশহীন এক অনাগরিক কবি তসলিমা। ভারতবর্ষ ছেড়েও তাঁকে চলে যেতে হয়েছে বার বার। যাযাবরের মতো তাঁকে ঘুরে ফিরতে হয়েছে একটুকু বাসা।

এমনই অপরাধী, মানবতার এমনই শত্রু আমি
এমনই কি দেশদ্রোহী যে দেশ বলে কিছু থাকতে নেই আমার?

না, তসলিমার কোন দেশ নেই। নেই নিজস্ব কোন ভূভাগ, কিন্তু তাঁর কলমকে কেউ রুখতে পারেনি। 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে'—এ দাঁড়িয়েও তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতায় টিকে থাকবার তীব্র লালসাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন।

যে দিকে হাওয়া, সেদিকে ওদের দৌড়ে যাওয়ার সময়
হাওয়াই তোমাকে বলবে কারা ওরা।
শাসকেরা শেষ অবধি শাসকই।

পুরুষের ব্যক্তিগত স্খলন তাঁকে বারবার আহত করেছে। আহত পাখির মতো ছটফট করেছেন তিনি।

যে কোন দূরত্বে গেলে তুমি আর আমার থাকো না
তুমি হও যার-তার খেলুড়ে পুরুষ।

যে কোনও শরীরে গিয়ে
শকুনের মতো খুঁটে খুঁটে রূপ ও মাংস তুমি আহার করো
গণিকা ও প্রেমিকার শরীরে কোনও পার্থক্য বোঝো না।

প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোকে ভাঙার জন্য যন্ত্রণা, ক্রোধ ও ক্ষোভ তসলিমাকে সুসঙ্গত কাব্যভাষা সৃষ্টি করতে দেয়নি, তাই তাঁর কবিতা এতো তীব্র ভাবে আঘাত হেনেছে সমাজে, মননে। পাঠক ও সহজেই তীব্রভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তাঁর কথার আত্মিক জাড্যতায়। তাঁর অতলে অন্তরীন, বালিকার গোল্লাছুট, নির্বাসিত নারীর কবিতা, বন্দিনী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ নারীর চিরকালীন অপমানের দিকে তীব্র তর্জনি নির্দেশ করেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী পুরুষের মধ্যে যে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক কায়েম রেখেছে তার মূলে

কুঠারাঘাত করেছেন তসলিমা। ধর্মের নামে নানাভাবে নারী নিগ্রহের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তিনি। ধর্মকারদের অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যই তাঁকে বার বার আক্রমণ করেছেন মৌলবাদীরা। তিনি ইসলাম রাষ্ট্রে থেকেই ওই ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে মেয়েদের বেঁধে রাখার প্রতিবাদ করেছেন? তাই তাঁর মাথার দাম ধার্য হয়। তসলিমাকে যতই বিরোধীতা ও সমালোচনা করে কোনঠাসা করা হোকনা কেন, তাঁর কলম যুক্তিনির্ভর, তাঁর কবিতার বয়ানেই তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত।

আমি লিঙ্গে বিশ্বাসী নই,
ভগবানের লিঙ্গকেই পরোয়া করি না, ইফেল কোন ছার। [লিঙ্গ পূজা]

যৌন নিপীড়নের ইতিবৃত্তে তসলিমার কবিতা অনবদ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি সমকামিতাকে পুরুষের যৌন নিগ্রহের প্রত্যাখ্যানের সংকেত হিসেবে তুলে ধরেছেন।

আমি একা
বেহেস্তের সুখদ উদ্যানে
একা আমি
পুরুষের অন্ধ অশ্লীনতা দেখে
মনে মনে দোজখের
অনন্ত আগুনে পুড়ি
সতীসাধ্বী নারী। [আগুন]

'নিশ্চুপ বালিকার বাসর' কবিতায় কবি নারীমুক্তির সন্ধান করেছেন কিন্তু তাঁর এই নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়?

দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনে তসলিমা ইউরোপ এশিয়া, ফ্রান্স থেকে বিভিন্ন পুরস্কার পেরেছেন। তিরিশটি বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে তাঁর কবিতা। মানবাধিকার নারী স্বাধীনতা ও স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে সারা বিশ্বে তিনি একটি আন্দোলনের নাম।

ওরা আজ মিছিল করছে,
ওরা মোমবাতি হাঁতে হাঁটছে সন্ধের শহরে,
জোট বেঁধে বিচার চাইছে অবিচারের।
কে বলেছে এই সংগ্রাম একার আমার?

বাকস্বাধীনতা রক্ষা হলে এদেশের মানুষেরই হবে,
এ আমার একার নয়, স্বপ্নবান মানুষের সবার সংগ্রাম।

[দুঃসময় : ২০০৮]